খেয়া

স্থাপিত - ১৯৯২

বালিগঞ্জ জগদ্বন্ধু ইনসটিটিউশন অ্যালমনি অ্যাসোসিয়েশন

২৫, ফার্ন রোড, কলকাতা - ৭০০ ০১৯ রেজি নং *S/73377 under WB Act XXVI of 1961*

e-mail : jbi.alumni.1914@gmail.com
Website : www.jagadbandhualumni.com
Facebook : www.facebook.com/jbialumni
Blog : http://jagadbandhualumni.com/wordpress/

সভাপতি স্বপন রায় চৌধুরী '৫৩
সাধারণ সম্পাদক সন্দীপ চট্টোপাধ্যায় '৮৫
পত্রিকা সম্পাদক শান্তনু চট্টোপাধ্যায় '৮৩

RNI No.WBBEN/2010/32438•Regd.No.:KOL RMS/426/2017-2019 • Vol 08 • Issue 10 • 15 October 2019 • Price Rs. 2.00 •

শারদ সংখ্যা

সম্পাদকীয়

খেয়া আমাদের অ্যাসোসিয়েশনের মুখপত্রই শুধু নয়, খেয়াকে অ্যাসোসিয়েশনের প্রাণভোমরা বলা যায়। খেয়ার মাধ্যমেই সমস্ত সদস্যরা অ্যাসোসিয়েশনের সব খবর, অনুষ্ঠান ও কাজকর্মের ব্যাপারে জানতে পারেন। তাই খেয়া সম্পাদনার কাজ দুরূহ না হলেও খুব গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। বর্তমান পরিচালন সমিতির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী খেয়া সম্পাদনার দায়িত্ব পেয়ে খেয়ার নতুন সম্পাদক হিসাবে প্রথম যে সংখ্যা প্রকাশের সুযোগ পেলাম সেটা এ বছরের শারদ সংখ্যা। খেয়ার শারদ সংখ্যা নতুন ভাবনা। এই ভাবনাকে সার্থক রূপ দেওয়ার জন্য প্রাক্তনী ভাই ও দাদারা যে ভাবে উৎসাহ যুগিয়েছে এবং সাহায্য করেছে তা এক দৃষ্টান্ত হয়ে রইল।

উৎসবের মরশুম চলছে। পিতৃপক্ষের পর দেবীপক্ষেরও অবসান হল। উদাস হেমন্ত হাওয়ায় বাঙালির মনে হাল্কা বিষাদের ছোঁয়া। যদিও ও বিষাদকে ছাপিয়ে যায় আসন্ন দীপাবলি ও নবান্নের আনন্দ। বারো মাসের তেরো পার্বণ বাঙালি জীবনের আনন্দময় ঐতিহ্য। সেই একই ঐতিহ্য বজায় রেখে আমাদের অ্যালমনি অ্যাসোসিয়েশনের সারা বছরের কর্মসূচীর মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের গঠনমূলক, উন্নয়নমূলক ও প্রাক্তনীদের পুনর্মিলনের মতো কাজ ও অনুষ্ঠান। এই সমস্ত কাজকর্মে প্রত্যেক প্রাক্তনী তার সীমিত সুযোগ ও সামর্থ্য অনুযায়ী এগিয়ে আসেন। ফলে, সবাই মিলে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করার আনন্দ সবরকম বিষাদকে ছাপিয়ে যায়। তবু বিষাদ আছে, আছে মৃত্যু; এ বছর আমরা যতজন প্রাক্তনীকে হারিয়েছি তাঁদের মধ্যে কয়েকজন একেবারেই অসময়ে আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। এদের প্রত্যেকের পরিবারের জন্য আমাদের সমবেদনা আর সহপাঠীকে হারানোর দুঃখবোধ থেকেই আমরা এবার ভাবতে শুরু করেছি প্রাক্তনী সদস্যদের জন্য কিছু করার কথা। বিশেষত যারা অসহায়, নিঃসম্বল বা বিপদগ্রস্ত তাদের প্রয়োজনে অ্যাসোসিয়েশন আছে, এই ভরসার জায়গাটা তৈরি করার জন্য আমি সমস্ত সদস্যদের এগিয়ে আসতে অনুরোধ জানাচ্ছি। ইতিমধ্যেই অনেক প্রাক্তনীর কাছ থেকে সাড়া পেয়েছি, তাদের আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। নিশ্চয়ই তাদের সহযোগিতার কথা আমাদের পত্রিকায় প্রকাশিত হবে ভবিষ্যতে।

এঁকেছেন সৌমিক সরকার '৯০

পরিশেষে, সবাইকে জানাই আবারও শারদ শুভেচ্ছা। উৎসবের আনন্দে ধুয়ে যায় সব দুঃখকষ্ট কালিমা।

-শান্তনু চট্টোপাধ্যায়

বিজয়া সম্মিলন

আগামী ৩ নভেম্বর '১৯ রবিবার
সন্ধে ৬.৩০ থেকে স্কুল হলঘরে

কোলাকুলি, মিষ্টিমুখ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আপনাকে চাই।

অরূপ নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় '৮১ পার্থ রায় '৮৫
যুগ্ম আহ্বায়ক

শারদ সংখ্যা

নর্মদা ম্যান

- ডঃ শান্তনু ঘোষ

ভারতবর্ষ বৈচিত্র্যময় দেশ। নানা জাতি নানা ভাষার দেশ। কবির ভাষায় 'শক-হুন-দল পাঠান মোগল এক দেহে হল লীন'। যুগ যুগ ধরে যে কত জাতি আমাদের দেশে এসেছে আর আমাদের দেশের তথাকথিত মুল ধারার সাথে বিলীন হয়েছে তার কোনও হিসেব নেই, তাই আজও ভারতবর্ষ পৃথিবীর বাকি দেশের কাছে এক পরম বিস্ময়। বহু ঐতিহাসিক, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী সমাজবিজ্ঞানী,এবং নৃবিজ্ঞানী আমাদের দেশের অন্তরাত্মাকে খোঁজার নিরলস চেষ্টা করে গেছেন এবং যাচ্ছেন। তবে এই সব ঐতিহাসিক তত্ত্ব, কারণ সময় সারণী ধরে এর লিখিত প্রমাণ আছে। কিন্তু 'ইতিহাসের' আগে 'প্রাগৈতিহাসিক যুগেও' আমাদের দেশ কম রহস্যময় ছিল না, এবং বোধ করি তা অনেক বেশিমাত্রায় রহস্যের ধুম্রজালে আবদ্ধ। তার কারণ আজ যে আমরা এত বৈচিত্র্য দেখছি কী সাংস্কৃতিক, কী নৃতাত্ত্বিক তা হঠাৎ করে উদয় হয় নি, অথচ তার উদ্ভবের কোন যুতসই ব্যাখ্যা নেই।

নৃবিজ্ঞানের যে ধারায়, মানব বিবর্তনের ইতিহাস জানতে জীবাশ্ম বিশ্লেষণ করা হয় তাকে বাংলায় ' প্রত্ন-নৃবিদ্যা' বলা হয়। এটি প্রত্নজীববিদ্যার সাথে নিবিড় ভাবে সম্পর্কযুক্ত। এখন আফ্রিকা বা ইউরোপে যে ধরনের জীবাশ্ম পাওয়া গেছে তাতে মানব বিবর্তনের একটি সুন্দর সময়ানুক্রমিক রেখচিত্র অঙ্কন করা যায়, এবং মোটামুটি ভাবে মানব বিবর্তন নিয়ে একটা আন্দাজ করা যায়।

অথচ সবচেয়ে বড় বিড়ম্বনা হল আমাদের এই উপমহাদেশ যা কিনা ঐতিহাসিক সভ্যতার আদিভূমি হিসেবে স্বীকৃত সেখানে সেই ইতিহাসের জন্মের কোনও প্রত্যক্ষ প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ নেই যা দিয়ে আমরা আমাদের এই উপমহাদেশের প্রাগৈতিহাসিক থেকে ঐতিহাসিক হওয়ার উত্তরণের যাত্রাপথের একটা রেখচিত্র অঙ্কন করতে পারি! যাই হোক, ইউরোপ,আফ্রিকা এমন কি এশিয়ার বিভিন্ন দেশে প্রাপ্ত জীবাশ্মের ওপর ভিত্তি করে মানব বিবর্তন কে হোমো হ্যাবিলিস – হোমো ইরেক্টাস – হোমো নিয়েন্ডারথ্যালেন্সিস – হোমো স্যাপিয়েন্স(বর্তমান আধুনিক মানুষ) এই কয়ভাগে ভাগ করা হয়েছে। তবে এই ভাগ পড়ার সাথে সাথে মেনে নিতে হবে কোন একটি বিষয়ে পণ্ডিতগণের ঐক্যে পৌঁছান আর অমাবস্যার চাঁদ দেখা প্রায় একই ব্যাপার। বিশেষত এই হোমো নিয়েন্ডারথ্যালেন্সিস নিয়ে। তাদেরকে আদৌ আলাদা প্রজাতি হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হবে না কি তাদের কে বর্তমান আধুনিক মানুষেরই প্রাচীন সংস্করণ ধরা হবে তা নিয়ে বিবাদ লেগেই আছে। তাঁদের মতে আবার মানব বিবর্তনের ক্রমটি হোমো হ্যাবিলিস – হোমো ইরেক্টাস – হোমো নিয়েন্ডারথ্যালেন্সিস – হোমো স্যাপিয়েন্স

আমরা সেই সব দিকে না গিয়ে আমাদের দেশের দিকে তাকাই। আজ থেকে প্রায় ৩৭ বছর আগে ১৯৮২ সালের ৫ই ডিসেম্বর ডঃ অরুণ সোনাকিয়া বর্তমান মধ্যপ্রদেশ রাজ্যের হোসাঙ্গাবাদ শহর থেকে প্রায় ৪০ কিমি উত্তরপূর্বে হাতনোড়া গ্রামে নর্মদা নদী তীরের উত্তরপ্রান্তে একটি করোটির কিছু অংশ আবিষ্কার করেন। এটি ক্রেনিয়াল ভল্টের বামদিক, কিছুটা অক্ষিকোটর, এবং করোটির পিছন অংশ নিয়ে নির্মিত। জীবাশ্মটি ১.৮-২.০ মিলিয়ন বছর আগের এবং করোটি টি ২৫-৩০ বছর বয়স্ক কোন মহিলার বলে অনুমান করা হয়। ১৯৮৪ সালে জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার বইতে এই আবিষ্কার প্রকাশিত (Records of the Geological Survey of India) হয়। এই লেখাতেই ডঃ সোনাকিয়া প্রাপ্ত জীবাশ্মটিকে হোমো ইরেক্টাস গোত্রের অন্তর্ভুক্ত করেন এবং 'নর্মদা মানুষ' নাম দেন (Homo erectus narmadensis)।

(চিত্রঃ- জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া)

জীবাশ্মটির সাথে যে সমস্ত প্রস্তর নির্মিত আয়ুধ পাওয়া গেছে যথা Hand Axe, Cleaver ইত্যাদি যা অ্যাসুলিয়ান টেকনোলজির ধারায় নির্মিত। এবং অন্যান্য যে সমস্ত জীবাশ্ম পাওয়া গেছে যথা মোষ, হাতি এবং আরও কিছু প্রাণী এবং উদ্ভিত প্রজাতি যারা অধুনালুপ্ত এবং যা কিনা মধ্য প্লিস্টোসিন যুগের (ভূতাত্ত্বিক সময় খণ্ড) সাক্ষী বহন করে।

এক্ষেত্রে বলা প্রয়োজন ১৯৯৭ সালে অ্যানথ্রোপোলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া ঘোষণা করে যে ১৯৮৩-১৯৯২ সাল পর্যন্ত তাদের যে এক্সপ্লোরেশন হয়েছে তাতে একটি ডান দিকের Clavicle বা অক্ষাস্থি পাওয়া গেছে অই একই ভূতাত্ত্বিক স্তর থেকে। ডঃ সাঙ্খ্যায়ন, অ্যানথ্রোপোলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার পক্ষ থেকে জানান যে ঐ অক্ষাস্থিটি নর্মদা মানুষের প্রজাতিরই সম্প্রদায়ভুক্ত।

১৯৮৮ সালে করোটির অংশটি স্বাধীনভাবে ফ্রান্সের Human Paleontology and Prehistory এর ডঃ ডি লুমে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের Cornell University এর ডঃ কেনেডি পুনরায় মূল্যায়ন করেন। ডঃ লুমের মতে দঃ এশিয়ার অন্যান্য স্থানে প্রাপ্ত হোমো ইরেক্টাসের থেকে খানিক তফাৎ আছে। অন্যান্য স্থানের প্রাপ্ত জীবাশ্মগুলির মস্তিস্কের ধারণ ক্ষমতা(Cranial Capacity) আনুমানিক গড় ১০০০ সি.সির মধ্যে অথচ নর্মদা মানুষের মস্তিষ্কের ধারণ ক্ষমতা(Cranial Capacity) কিছু বেশি। আনুমানিক গড় ১১৫৫-১৪২১ সি.সি। তাই তাঁর মতে এটিকে 'উন্নত' হোমো ইরেক্টাস বলাই শ্রেয় কারণ এদের আমদানি প্লিস্টোসিন যুগের শেষপ্রান্তে হয়েছিল।

মার্কিন নৃ-প্রত্নতত্ত্ববিদ ডঃ কেনেডি করোটির অংশটিকে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে বিশ্লেষণ করেন এবং ডঃ লুমের মতকে আরও বিশদে বলেন। তাঁর মতে নর্মদা মানুষকে 'উন্নত' হোমো ইরেক্টাস না বলে আধুনিক মানুষের প্রাচীন সংস্করণ বলাই শ্রেয়।

References:

1. Kennedy, K. A. R., Sonakia, A., Chiment, J., & Verma, K. K. (1991). Is the Narmada hominid an Indian Homo erectus? American Journal of Physical Anthropology, 86, 475-496.
2. Lumley, M.-A. de, & Sonakia, A. (1985). Premiere decouverte d'un Homo erectus sur le continent indien a Hathnora, dans la moyenne vallee de la Narmada. LAnthropologie, 89(1), 13-61.
3. Sankhyan, A. A. (1997). Fossil clavicle of a middle Pleistocene hominid of the Narmada valley, India. Journal of Human Evolution, 32, 3-16.
4. Sonakia, A. (1984). The skull-cap of early man and associated mammalian fauna from Narmada valley alluvium, Hoshangabad area, Madhya Pradesh (India). Records of the Geological Survey of India, 113(6), 159-172.

একগুচ্ছ স্বপ্ন পূরণের দিন - দীপাঞ্জন বসু

একশ বছরের অতীত
তিলে তিলে গড়া অনেক নির্মাণ,
অনেক জয়রথের আওয়াজ
আর
ইতিহাসের পায়ের শব্দ।

ইচ্ছেপাখি মেলল ডানা
আবার
অনেক আশা নিয়ে
স্বপন-দুয়ার খুলে।

প্রাক্তনী খেতাব পালটে ফেলে
ইস্কুল পাগল একদল
বর্তমানের পাঁচিল ডিঙোয়
আঁকড়ে ধরে মাটির আঁচল
আজকের পাঠশালে।

তাদের কিশোর মন
সদাই খুঁজে ফেরে
সবুজ খেলার মাঠ
রং বাহারি পাথর মোড়া
উজ্জ্বল প্রাঙ্গণ
ফুলের জলসা
আর
গাছের পাতার ঝিরঝির শব্দ

আজ সেই
স্বপ্নের হরকরাদের
স্বপ্নপুরণের কিছু ডাক
বিলি করার দিন।

এইভাবে উড়ে চলো
ইচ্ছে ডানার পাখি
আগামীর আকাশে
মেঘে রৌদ্রে
সার্থক ইতিকথা বুকে নিয়ে
আরও বহু পথ
আরও..আরও..

দেশলাইটা জ্বালাও অনীশ - শৌভিক গাঙ্গুলি

দেশলাইটা জ্বালাও অনীশ, সিঁড়িটা বড় অন্ধকার।

আগে কয়েক জন উঠেছে, অবাঞ্ছিত ঘোষণার কিছু পরে 'কথা হবে ' বলে এগিয়ে গেল।

অনেকক্ষণ চেষ্টা করেও 'শুনতে পাচ্ছি না তো',
উপরে পায়ের শব্দ, এখনো কি পিছুটান দরিদ্রতার চৌকাঠে মাথা ঠুকে
কসমোপলিটন জীবনের আঙিনায় চাবুক মেরে যায় রক্তাক্ত ধর্ষক।

তুমি তো চুমু খেতে চেয়েছিলে শুধু, নারীর খোলা পিঠ, উদ্দাম তক্ষক,
কারাবাসের ফাঁকে রক্ত ত্রিশূল হাসে ।

দেশলাইটা জ্বালাও অনীশ, সিঁড়িটা বড় অন্ধকার।

কালো ঝাউবন, আধপোড়া মধ্যবিত্ত জীবন ।
মাটিতে গেঁথে ছিন্নভিন্ন বিস্ফোরণ, মেঘে ঢাকা শহর,
পৃথিবীর ব্ল্যাক বক্স, ডেলিভারি হয় জন্মজন্মান্তর।

তবু,
পশ্চিম আকাশকে টেনে বাসরজাগা কনে, অন্ধকারেই হেসে ওঠে।
মানুষের পাশে জায়গা করে নারী কি জানে? মোহনা কখন ভাসে।
অনেক কথার মধ্যে অগভীর অনুপ্রাস বিরহকাতর ঠেলাঠেলি শেষে সিঁড়ি বেয়ে ঠাঁই খোঁজে।
আশ্বাস ভরা অজানা স্পর্শ প্রশ্ন হয়ে রহস্য, আজো ক্লাইম্যাক্স অসমাপ্ত।

দেশলাইটা জ্বালাও অনীশ, সিঁড়িটা বড় অন্ধকার।।

শারদ সংখ্যা

স্বপ্নের ফেরিওয়ালা-ই - আলাদীন

ধরো, স্বর্গ বলে কিছু নেই
ধরো, পৃথিবীর শেষে
নরক বলেও কিছু নেই
আছে মাথার ওপর সীমাহীন
আকাশ একটাই।

খুবই সহজ যদি ধরতে চাও
তবে চাই ধরবার ইচ্ছেটাই
শুধু ধরে নাও সবাই বাঁচি
আজকের বাঁচাটাই।

ধরো, কোনো দেশ নেই
সীমা বা সীমান্ত কোনোটাই
আর তার জন্যে মরা-বাঁচার কোনো লড়াই নেই
ধরো, জাতপাত কিছু নেই
ধর্মের হানাহানি একবারে নেই
এ এমন কিছু কঠিন শর্ত নয়
যদি বাঁচে মানুষ শান্তিময়।

তুমি বলতে পারো আমি
"স্বপ্নের ফেরিওয়ালা ই"
স্বপ্ন ফেরি করে বেড়াই

তবু জানি,
সে দলে শুধু একা আমি নই
কোনও একদিন আসবে তুমিও,
অবশ্যই
জেনো সেদিনই হবে
এই মানবিক পৃথিবীর পরিচয় একটাই।

ধরো, কোন অধিকার নেই
অবাক হব যদি বলো
কোনও দাবিদাওয়া নেই
লোভ-লালসার খিদেটাও নেই

জেনো, মানবসখ্য
সে ধরায় মিলেমিশে বাঁচাবে সবাই।
আর সেদিনই এ পৃথিবীতে বাঁচবে মনুষ্যতাই।।

(জন লেনন দ্বারা অনুপ্রেরিত)

শরীর ও শিল্প - শুভেন্দু সেনগুপ্ত

যদি জামা খুলি,দেখতে পাবে
অজস্র
নখরের কারুকৃতি ।প্রত্যেক আঁচড় যেন
নিপুণ তুলির টান।

যেহেতু এ শরীর শিল্পময়,সেহেতু
খুঁজে পাবে বহু বাঘভালুকের প্রতিভার
উজ্জ্বল স্মারক, বহু সরীসৃপের সুচারু
দন্তশিল্প।এত শিল্প ,এত দর্শনীয়তা তবু
তার আশ মেটে না ।তবু এ শরীর, অজান্তে
পুনরায় চলে যায় কোনো হিংস্র শ্বাপদের
গুহায় অথবা কোনো সরীসৃপের বিবরে...
নতুন শিল্পের প্রত্যাশায়..

শারদ সংখ্যা

রম্য রচনা

শুভ বিজয়া - সেকাল ও একাল - অশোক কুমার নাথ

সেকালে দশমীর দিন থেকে পাড়ার ছেলেরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে বড়দের প্রণাম করে ঘুগনি, নারকেল নাড়ু ও নিমকি খেয়ে মনের আনন্দে ঘুরে বেড়াত । যেন সরল মনে বাড়ি বাড়ি হামলা করা। সবাই সবাইকে কোলাকুলি করত। ধনী-গরিব ভাবনা শিশুমনে থাকত না। এমন বাড়ি, যেখানে ঠোঙাবিক্রি করে সংসার চলে,সেখানেও দিদার হাতের ঘুগনি, নাড়ু সবাই খেতে যেত। তখন পকেট যতই ছোট হোক হৃদয়টা অনেক বড় ছিল; তাই সবাই মিলে মিশে একসাথে আনন্দ পেত।বড়দের প্রণাম করা, সম্মান করা ছিল তখনকার প্রাথমিক শিক্ষা।

বছরের এই সময়টা সকলে ভাবত আত্মীয় পরিজনের সাথে যোগাযোগের সুযোগ। আত্মীয়দের সঙ্গে আত্মার যোগাযোগের ইচ্ছা থাকত। সবাই সাধ্যমতো সকল গুরুজনের বাড়ি গিয়ে একবার প্রণাম নিবেদন করতেন হাতে মিষ্টির বাক্স নিয়ে। সকলের বাড়িতেই মিষ্টি,নিমকি, ঘুগনির ব্যবস্থা থাকত। এটা একটা অভ্যাসের মতো ছিল।

লোকেরা চিঠি মারফতও প্রণাম ও শুভেচ্ছা জানাত। বর্তমানে,চাপে পড়ে হৃদয়ের যন্ত্রটা অনুভূতি ভুলেছে। মাঝে সবাই ব্যস্ত হয়ে ফোন মারফত শুভেচ্ছা বিনিময় করত। এখন মোবাইল ফোন অথবা ইন্টারনেটের মাধ্যমে ছবি পাঠায় ও প্রণাম জানায়। তখন হাতের ও পায়ের স্পর্শে হৃদয়ের অনুভূতি ছিল। এখন সেটা ক্রমেই লোপ পাচ্ছে।এখন এটাকে ভাবা হয় অস্বাস্থ্যকর ব্যপার, নত হওয়াটা সম্মান হানি। প্রণাম এখন ডিজিটাল মেসেজ। হাতের সাথে পায়ের স্পর্শ বা অন্তরের অনুভূতির প্রকাশ অচল হয়ে পড়ছে,সবাই এখন কেবল নিজের কাজে সচল। আত্মীয় দূরের কথা, মা বাবার সঙ্গে সম্পর্কের ভাবনাটাও বদলে যাচ্ছে।মানুষ এখন যন্ত্র চালিত প্রাণী, হৃদয় চালিত জীব নয়। প্রাণটা অতি ক্ষুদ্র, জীবনটা অনেক বড়। এখন সব কিছু টাকায় মাপা হয়, স্বার্থে চলতে হয়।

বিজয়াতে বড় মিষ্টির বাক্স যেখানে দেওয়া হয়, সেখানে আরও বড় উদ্দেশ্য থাকতে হবে। তবে মনের গভীরতা কমলেও বিজয়া অনুষ্ঠানের কোন ভাটা পড়েনি। এখন ঘুগনি, নাড়ু এসব অতীত হল, ভেট দেওয়া-নেওয়া টা রীতি হল। আমাদের এই সবই মেনে হাসিমুখে চলতে হবে।

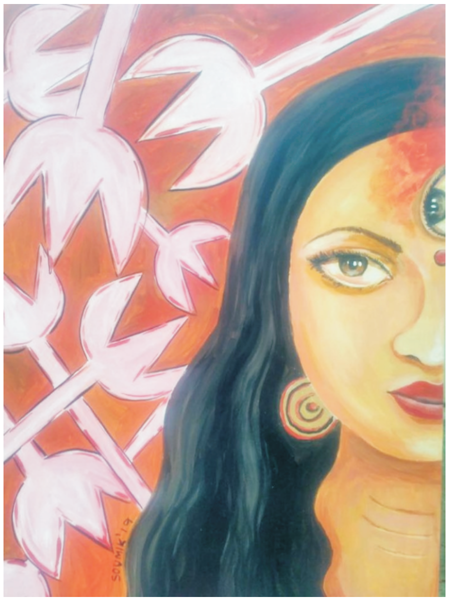

এঁকেছেন সৌমিক সরকার '৯০

পিকনিক

আগামী ১২ জানুয়ারি ২০২০ রবিবার

নাম নথিভুক্ত করান আজই (অনলাইনে করারও সুবিধা আছে)

বালিগঞ্জ জগদ্বন্ধু ইনসটিটিউশন অ্যালমনি অ্যাসোসিয়েশন

যোগাযোগ ঃ অরূপ নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় /৮১ (৯৮৩০০১৪৪৬৩)
শান্তনু বসু /৮৫ (৯৪৩৩১ ৪৮৮৩১)

এঁকেছেন দেবাশিস সমজদার

কবিতা

জীবনযাপন - শান্তনু চট্টোপাধ্যায়

জেগেছিলাম রাত
বক্ষ বামে
মধ্য যামে
এ কী গো উৎপাত

ভেবেছিলাম যাক
বাদ্যি বেদন
বাজছে যখন
এবার চিচিং ফাঁক

ফাঁক পেয়েছি বলে
একটুখানি
মেহেরবানি
আমরাই যুগলে

রেখেছিলাম হাত
তোমার হাতে
সাঁঝবেলাতে
স্পর্শে অকস্মাৎ

অসাড় শরীর মন
গোপন আঁচে
রক্তে নাচে
অসহ্য যৌবন

যৌবন চিরস্থায়ী
আপন বাপন
জীবনযাপন
উদ্‌যাপন তো চাই

মেলেছিলাম ডানা
ডানায় ডানায়
কানায় কানায়
পূর্ণ হল জানা

জেনেছিলাম খুব
বক্ষ বামে
তোমার নামে
গভীরে দিই ডুব

শারদ সংখ্যা

ভ্রমণ

ভিতরকণিকা ন্যাশনাল পার্ক - সঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়

কোনো নির্দিষ্ট পরিকল্পনা ছাড়াই ভিতরকণিকার উদ্দেশে বেরিয়ে পড়েছিলাম। পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবনের পরেই ভারতবর্ষের দ্বিতীয় বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ অরণ্য হচ্ছে ওড়িশার ভিতরকণিকা যা নোনা জলের কুমিরের জন্য বিখ্যাত। কুমির প্রজাতির মধ্যে আকারে সর্ব বৃহৎ হল নোনা জলের কুমির। এমনকি সরীসৃপকুলের মধ্যে ওজনের দিক থেকে এদের বৃহত্তম মানা হয়। ব্রাহ্মণী ও বৈতরণী এই দুটি নদীর সঙ্গমস্থলে প্রায় ৬৫০ বর্গ কিলোমিটার জায়গা জুড়ে গড়ে উঠেছে ভিতরকণিকা অভয়ারণ্য।

শীতকালে এখানে প্রচুর পাখি আসে, পুরো নদীটাই কুমিরে ভরা, তাদের দেখা যায় নদীর পাশে রোদ পোহাতে, সারা ভারতের মধ্যে এখানেই সব থেকে বড়ো কুমির পাওয়া যায় , আর আছে রিডলে কচ্ছপ তারা আসে দলে দলে এখানে ডিম্ পাড়তে । জাতীয় উদ্যানটি Bhitarkanika Wildlife Sanctuary মধ্যেই। এখানে আছে গেস্ট হাউস , ২৩ ফুট লম্বা কুমির , হরিণ, মিউজিয়াম, চেনা-অচেনা নানান জাতের গাছ । দেখা মেলে কুমির, হরিণ, ময়াল সহ বিভিন্ন প্রজাতির সাপ, বুনো শুয়োর, হায়না, বানর ও পরিযায়ী পাখি সহ শতাধিক প্রজাতির পাখি।

কবে যাবেন ?
অক্টোবর থেকে মার্চ ভিতরকণিকার সৌন্দর্য দেখার জন্য একটি মনোরম সময়

কি ভাবে যাবেন ?

By Road
ভুবনেশ্বর থেকে খোলা / গুপ্তি (160 কিলোমিটার), কটকথেকে খোলা / গুপ্তি (১৪০ কিমি)
ভদ্রক থেকে চান্দাবলি (৬০ কিমি), ভদ্রক থেকে জয়নগর (৮০ কিমি)
নিকটতম রেলওয়ে স্টেশন: **ভদ্রক**

ভিতরকণিকার জাতীয় উদ্যানের যাওয়ার জন্য দুটি মূল প্রবেশ পথ – খোলা এবং গুপ্তি। এ দু জায়গাতে বনবিভাগের চেক পোস্ট থেকে ঢোকার অনুমতি মেলে । এছাড়াও জয়নগর ও চাঁদবালিতে ব্যক্তিগত নৌকাও পাওয়া যায়।

সামনের শীতে দুই /তিন দিনের জন্য চলুন ঘুরে আসি ভিতরকণিকা ।

ONLINE MONEY TRANSFER:

JBI Alumni Association
Bank : Allahabad Bank , Golpark Branch
A/C No. 20789414709
IFSC Code : ALLA0210675
MICR CODE No. 700010026

অ্যালমনি অ্যাওয়ার্ড

ডিসেম্বরের মাঝামাঝি (দিন পরে জানানো হবে)

প্রিয়জনের স্মৃতির উদ্দেশে
কৃতী ছাত্রদের কেউ স্মারক পুরস্কার দিতে
চাইলে যোগাযোগ করুন।

বালিগঞ্জ জগদ্বন্ধু ইনসটিটিউশন অ্যালমনি অ্যাসোসিয়েশন

যোগাযোগ ঃ দেবপ্রসন্ন সিনহা /৬৭ (৯৮৩০১২৯৫৫১) সঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায় /৮৪ (৯৪৩১৫ ৯০৩১৩)

রম্য রচনা

উঠোন - সন্দীপ চট্টোপাধ্যায়

• সমস্ত চাতাল জুড়ে ধূসর ঢেউ আগুপিছু করছে, সে ঢেউয়ের শব্দ বকমবকম, বকমবকম। একটা কৌটো নিয়ে এক মহিলা গম ছড়াচ্ছেন শাঁখা পলা লোহার ঝুমঝুমি বাজিয়ে আর মুখে হরেকরকম আওয়াজ করছেন, যেন পাখিরা সে ভাষা বোঝে। এখানে চাতাল আছে, চাতালের পর ঘাসের উঠোন। সে উঠোনে শীতের রোদে ট্র্যানজিস্টার কানে বৃদ্ধ দুপুরের রোদ পোহায়। ট্র্যানজিস্টারে বিশ্বনাথ হাতের মোচড়ে ছয় মারেন। বাচ্চা বুড়ো আনন্দে হল্লা করে ওঠে। বর্ষায় পুকুর ভেসে উঠোনও পুকুর হলে গামছা নিয়ে দাদা কাকারা পুকুরেই মাছ ধরেন। আর বসন্তে বাড়ির উঠোনে বসে শীতলাপালার আসর। পুরুষ শীতলা দাড়ি কেটে মুকুট ব্লাউজ শাড়ি-শোভিত। শাড়িতে এক টাকা, দু'টাকার বেশ কটি নোট সেফটিপিন দিয়ে আটকানো। শতরঞ্চির ওপর নেচে আসেন শীতলা ফাটা পায়ে ঘুঙুর পরে। তারপর চাঁদোয়ার পিছনে এসে বিড়ি ধরায়, শতরঞ্চির চারধার ঘিরে তার বাজনদাররা নেপথ্য সংগীত চালিয়ে যায়, "আয় রে জ্বরা ত্বরা করে..."। এই উঠোনের চারধার বেড়ে কাঞ্চন, আকন্দ, বেলফুল, শেফালি, রক্তজবা গাছের সারি। সকালে এক বৃদ্ধা বিধবা সাজি হাতে ফুল তোলে। উঠোনের চারধারে পাঁচিল ঘিরে সন্ধ্যামালতীর জঙ্গল, দুপুরে দোপাটি, কলাবতী আর বাড়ির পিছনের জমিতে পেয়ারা-কুলের গাছ। রান্নাঘরের চালে লাউ-কুমড়ো। বাচ্চারা ফড়িং-এর সঙ্গে খেলা করে, প্রজাপতিদের ধাওয়া করেই দুপুর কেটে যায়। আর পাঁচিলের গায়ে সিঁটকে থাকা শামুকদের প্রাচীরচ্যুত করে মাটিতে নামিয়ে দেওয়াও এক খেলা। মাটিতে কেঁচোদের মৃৎকারু, পিঁপড়ের ঢিবি, কোথাও কেন্নো টোকা দিলেই টাকা। সেলফিস জায়েন্ট পড়ার সময় এই উঠোনের, এই প্রাচীরের ছবি ভেসে উঠত।

•

• সেই সত্তরের উঠোন মি. রায়, দত্ত, তেওয়ারি, ভৌমিকরা ভাগাভাগি করে নিয়েছেন। কারুর মারুতি , কারুর হন্ডা, কারুর টয়োটার বাসভূমি। দারোয়ান সেলাম ঠুকে দরজা খোলে। আর সত্তরের বাচ্চার বংশধর পাঁচতলার জানলার ধারে বসে কিলার-গেম খেলে তার ডেস্কটপে। । জানলারা বন্ধই থাকে, বাইরের গরম হাওয়া যেন না ঢুকে পড়ে আর ঘরের ঠান্ডা হাওয়া না বেরিয়ে যায়। পায়রাদের নাতিনাতনিরা কলকাতার এক্সটেনশনে সিরাজের কোনো শেষ সাম্রাজ্য খুঁজে নিয়েছে। আর লাল-হলুদ প্রজাপতিরা, বর্ষার তেচোখো মাছেরা, কেন্নোরা, কেঁচোরা বিশাল বিরাট মর্ডানাইজেশন গ্লোবালাইজেশনে চাপা পড়ে ফসিল হয়েছে এ শহরের বুকে। কর্পোরেট নামক বিদেশি উন্নাসিক এক যন্ত্র দিয়ে মুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে লাউকুমড়োব. জঞ্জাল। বেশ ঝকঝকে তকতকে জীবন, কোথাও তার স্মৃতির লবণাক্ত জলের জায়গা নেই।

অনুগল্প

কবরখানার ইতিকথা - অমিত বন্দ্যোপাধ্যায়

মাথাটা কেমন ঝিমঝিম করছে ইব্রাহিমের । মালটা মনেহয় একটু বেশিই টানা হয়ে গেছে ! আসলে রশিদ আর জামিল আজ বড্ড ঝুলোঝুলি করছিল । এমনিতে সে রোজই একটু মদ খায় কারন মদ না খেলে এখন তার ঘুমই আসে না কিন্তু ছমাস আগে ছবিটা কিছু অন্যরকম ছিল ।

আজ তিনপুরুষ ধরে তারা এই কবরখানায় পাহারায় আছে । ছমাস আগে তার বাবা আনোয়ার মারা যাবার পর তার জায়গায় বহাল হয়েছে সে ।

আজ সকাল থেকেই মনটা খারাপ ইব্রাহিমের ! সকালবেলায় বাইশ তেইশ বছরের একটি মেয়েকে কবর দিয়ে গেল ওদের বাড়ির লোকেরা । মাত্র তিনমাস বিয়ে হয়েছিল । দু লাখ টাকা পন সঙ্গে গয়না বাইক ইত্যাদি ইত্যাদি । আরো টাকার দাবিতে শ্বশুরবাড়ির লোকেরা গলায় ফাঁস দিয়ে ঝুলিয়ে দিয়েছে !

দেশের বাড়িতে ওরও এরকম একটা বোন আছে তাকেও শ্বশুরবাড়ির অত্যাচার সহ্য করতে হয় ! আজ মেয়েটিকে দেখে বারবার জারিনার কথা মনে পড়ছে ওর ! বিকেলে ফোনে ওর সাথে কথা বলে একটু ঠিক হয়েছে ইব্রাহিম ।

সন্ধ্যেবেলায় পাড়ার উঠতি মস্তান রশিদ ও জামিল দুটো ম্যাকডোয়েলের বোতল , চানাচুর , আঙুর নিয়ে হাজির । কদিন ধরেই ইব্রাহিম খেয়াল করছে ওরা দুজন তার সাথে বন্ধুত্ব করতে চাইছে , যখন তখন দেখা করতে আসছে । মস্তান বলে চটাতেও পারছেনা ।

এই চাকরির আগে ও কিন্তু একটা সুপারিও দাঁতে কাটতো না কিন্তু এখন রোজ এত মরা দেখে ওর খুব কষ্ট হয় ! ঘুমই আসতে চায় না ! ও ভাবে , মানুষ এত খারাপ হয় কেন ? এত মারামারি কাটাকাটি কিসের জন্য ? টাকা পয়সার জন্য নিজের লোককে মেরে ফেলে কি করে ? মারা গেলে তো সঙ্গে কিছুই নিয়ে যাওয়া যায় না !

আজ ওদের পাল্লায় পড়ে মালটা একটু বেশিই খাওয়া হয়ে গেছে । ওরা চলে যাবার পর মেনগেট বন্ধ করে শুতে এসে হরহর করে খানিকটা বমিও করে ফেলল সে । তারপর আর কোন হুঁশ নেই ইব্রাহিমের ।

হঠা□ খসখস আওয়াজে ওর ঘুমটা ভেঙে গেল । নেশাটাও মনেহয় কেটে গেছে । অন্ধকারেই ও দু তিনজন লোকের ছায়া দেখতে পেল । সঙ্গে সঙ্গে উঠে টর্চ জ্বালিয়ে ও দেখে রশিদ ও জামাল কবর খুঁড়ে একটা কঙ্কাল বের করার চেষ্টা করছে !

রুখে দাঁড়ালো ইব্রাহিম ! জান থাকতে ও কিছুতেই কঙ্কাল নিতে দেবে না । রশিদ ওর পকেটে হাজার টাকা গুঁজে দিতে চাইলো । টাকা ওর সত্যিই দরকার । মা চিঠি লিখেছে ঝড়ে রান্নাঘরের চাল উড়ে গেছে ।টাকা লাগবে কিন্তু অস□পথের টাকা তার চাই না । সে প্রাণপণ লড়ে গেল ওদের সঙ্গে । মার খেয়ে আধমরা হয়ে গেল সে তবুও কিছুতেই কঙ্কাল নিতে দিল না ।

পরে পুলিশি অনুসন্ধানে জানা গেল এই ব্যবসায় শুধু রশিদ আর জামিল নয় আরো অনেক নামীদামী লোক জড়িত ! ওর বাবাকে হাত করে আগেও অনেক কঙ্কাল পাচার হয়েছে কিন্তু ইব্রাহিম কে কিছুতেই বাগে আনতে পারলো না তারা !

গত ২৮ এপ্রিল ২০১৯ পরিতোষ ভট্টাচার্য অমৃতলোকে গমন করেছেন। তাঁর আত্মার শান্তিকামনায়
- পরিজনবর্গ

মহেন্দ্র লাল দত্ত®

mld®

MOHENDRA LAL DUTT
A TRADITION OF TRUST
SINCE: 1882

47/3B, GARIAHAT ROAD,
KOLKATA-700019

Phone: 033 24631168
(M) 9830174960 / 9903731550

website: www.mldumbrella.com

Rotary | BE THE INSPIRATION

ROTARY CLUB OF KASBA

PP Rtn. Subhasish Bose - 9830209051
Website : www.rotaryclubkasba.com

যার খাবার খেলেই মন ভালো হয়ে যায়

গুণ ক্যাটারার

৪২/৪৩ ইষ্ট এন্ড পার্ক, কলকাতা – ৩৯

০৩৩ ২৩৪৩ ৯৬৮৮

৯৮৩১০০১১০৯ / ৭০০৩৬৬৮৯৬৩

মোবাইলে বা কমপিউটারে খুলুন

kheya.org

আমাদের ডিজিটাল খেয়া পড়ুন ও লেখা পাঠান।
সাহিত্য, প্রতিবেদন, ফিচার, লাইফস্টাইল, খেলা
ইত্যাদি নানান বিভাগে লেখা এবং
ছবি (১২০০পিক্সেলের মধ্যে) পাঠান।

সুধীরঞ্জন সেনগুপ্ত '৬৬

Edited by Santanu Chatterjee on behalf of owner Ballygunge Jagadbandhu Institution Alumni Association,
Printed at Print Gallery, 189F/2 Kasba Rd, Kolkata - 42. Published at 25, Fern Rd, Kolkata-700 019.M: 8981752100
Publisher's Name : Rajat Ghosh. Address 2L, Garcha 1st Lane, Kolkata-700 019.